SIR

রাষ্ট্রীয় ইসলামোফোবিয়া: অসম থেকে বাঙলা

অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রটেকশন অফ সিভিল রাইটস
(এপিসিআর)

জ্ঞানগঙ্গ
উপনিবেশ বিরোধী চর্চা/ কর্পোরেট বিরোধী চর্চা

অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রটেকশন অফ সিভিল রাইটস
(এপিসিআর)

রাষ্ট্রীয় ইসলামোফোবিয়া: অসম থেকে বাংলা
Rastriyo Islamophobis: Osom Theke Bangla

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার* প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী, কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা ৭০০০০৮-এর পক্ষে রাষ্ট্রীয় ইসলামোফোবিয়া: অসম থেকে বাংলা প্রকাশ করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ প্রজ্ঞা চৌধুরী

জ্ঞানগঞ্জের প্রতিটি প্রকাশনা এবং তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য https://gyangonjo.org/

মুদ্রণ জ্যোতি লেজার পয়েন্ট ৬৩/২ ডি সূর্য সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯
গ্রন্থন পাইওপিয়র ট্রেডার্স ১৬ ই পাটোয়ার বাগান লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
সামগ্রিক তত্ত্বাবধান আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৫০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

ভূমিকা

ভারতের সংবিধানের ষোড়শ ভাগে বর্ণিত তফসিলিভুক্ত এলাকা এবং নবম তফসিলের সীমানার মধ্যেই কি নাগরিকত্বের প্রশ্নটি কেবল একটি আইনি ধারণা হিসেবে আবদ্ধ থাকতে পারে? নাকি এই প্রশ্ন ক্রমশ একটি জৈবিক ক্ষমতা (biopolitical control) হিসেবে বিবর্তিত হচ্ছে, যা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে 'অন্য' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের অস্তিত্বকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আওতায় এনে দেয়? অসমের বাংলাভাষী মুসলমানদের উপর এই নিয়ন্ত্রণের যে করুণ চিত্র আমরা দেখতে পাই, তারই ধারাবাহিকতা এবার পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা পেতে বসেছে এবং ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

২০২৪ সালের ১১ই জুলাই ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অসমের জনৈক মুসলমান বাসিন্দা রহিম আলীকে ভারতীয় নাগরিক বলে রায় দেয়। কিন্তু এই রায় দেওয়ার আড়াই বছর আগেই রহিম আলী মৃত্যুবরণ করেছেন। নিজের দেশেই 'বিদেশী'র তকমা নিয়ে, নিজের পরিচয় ও নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য আইনি লড়াই করতে করতেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। রহিম আলীর এই করুণ কাহিনী ভারতীয় নাগরিকত্বের বিচারব্যবস্থার গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া হাজার হাজার বাঙালি মুসলমানের জীবনের একটি প্রতীকী চিত্রমাত্র। অসমে বাংলাভাষী মুসলমানদের উপর রাজনৈতিক ও জৈবিক ক্ষমতার যে প্রয়োগ চলছে, তার পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস, কূটনৈতিক চাতুর্য এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নির্মম ব্যবহার।

ঠিক সেই একই প্রক্রিয়া, সেই একই রাষ্ট্রীয় কৌশল এখন পশ্চিমবঙ্গের বুকে ধীরে ধীরে তার ছায়া বিস্তার করছে। বিশেষ তফসিলভুক্তি প্রক্রিয়া (Special Intensive Revision - SIR)-এর নামে যে নির্বাচনী তালিকা পুনর্নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাতে একটি সম্প্রদায়কে টার্গেট করে তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। ফর্ম-৭-এর আপত্তির মাধ্যমে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের আভাস মিলছে। এই গুরুতর অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতেই সিভিল রাইটস সংরক্ষণ সংস্থা (অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ সিভিল রাইটস - এপিসিআর) পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং অনুসন্ধান পরিচালনা করে।

এই প্রতিবেদনটি সেই ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং টিমের নিরলস পরিশ্রমের ফল। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি থেকে হাওড়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং দলিলপত্র যাচাই-বাছাই করে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এই গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজে নেতৃত্ব দেন এপিসিআর পশ্চিমবঙ্গের যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ ইমতিয়াজ আলি। তাঁর সাথে ছিলেন সুজাউদ্দিন আহমেদ, ফৈয়াজ আহমেদ, অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম ও সৈয়দ আল মামুন। ইমরান হোসেন এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেন। এই গবেষক দলের প্রত্যেক সদস্যের অবদান এই প্রতিবেদনকে

একটি নির্ভরযোগ্য ও দলিলভিত্তিক গবেষণাপত্রে পরিণত করেছে।

এপিসিআর-এর জাতীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সাবির আলি এই প্রতিবেদন প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলেই সাধারণ মানুষের কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হল। এছাড়াও এপিসিআর-এর নাদিম খান এই গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রতিটি ধাপে সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রতিবেদন কেবল কিছু তথ্যের সমষ্টি নয়, বরং এটি একটি সতর্কবার্তা। যে প্রক্রিয়া অসমে বাংলাভাষী মুসলমানদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছে, রহিম আলীর মত মানুষকে বিদেশী করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, সেই একই প্রক্রিয়া যদি পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে, তাহলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। এই প্রতিবেদন সেই সতর্কতারই দলিল।

অত্রি ভট্টাচার্য
১৩ই মার্চ, ২০২৬

পদ্ধতি

এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করতে এপিসিআর-এর ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং টিম নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে:

১. পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালি ও হাওড়া জেলায় সরেজমিনে পরিদর্শন;
২. বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও), আপত্তির শিকার নাগরিক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ;
৩. সরকারি নথিপত্র, ফর্ম-৭-এর কপি ও হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার ফটোগ্রাফিক প্রমাণ সংগ্রহ;
৪. দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাভাষী মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাগুলি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন, মানবাধিকার সংস্থার তথ্য এবং আদালতে দায়ের করা মামলার নথি (যেমন হেবিয়াস কর্পাস পিটিশন) বিশ্লেষণ;
৫. আইনি বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ ও সম্ভাব্য আইনি লঙ্ঘন চিহ্নিতকরণ।

রহিম আলীর মামলা – রাষ্ট্রীয় নির্বিচার ক্ষমতার নিদর্শন

২০২৪ সালের ১১ই জুলাই ভারতের সুপ্রিম কোর্ট, এক রায়ে অসমের এক মুসলমান বাসিন্দা রহিম আলীকে ভারতীয় নাগরিক বলে ঘোষণা করে। কিন্তু এই রায় প্রদানের সময় রহিম আলী ইতিমধ্যেই আড়াই বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছেন। নিজের জন্মভূমিতেই 'বিদেশী'র তকমা নিয়ে, নিজের পরিচয় ও নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য নিরন্তর আইনি লড়াই করতে করতেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। ভারতীয় বিচারব্যবস্থার জটিল গোলকধাঁধায় রহিম আলীর এই করুণ পরিণতি কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি অসমের বাংলাভাষী মুসলমানদের উপর চলমান রাষ্ট্রীয় জৈবিক ক্ষমতার এক জীবন্ত প্রতীক।

রহিম আলীর ঘটনা রাষ্ট্রীয় জৈবিক ক্ষমতার এক নগ্ন চিত্র। ১৯৪৬ সালের ফরেনার্স অ্যাক্টের অধীনে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল তাঁর বিরুদ্ধে যে রায় দেয়, তা ছিল প্রশাসনিক সহিংসতার এক নির্মম নমুনা। গুরুতর অসুস্থতার কারণে তিনি ট্রাইব্যুনালে হাজির হতে না পারলেও, ট্রাইব্যুনাল তার বিরুদ্ধে একপাক্ষিক রায় ঘোষণা করে। অথচ তাঁর বাবা-মায়ের নাম ১৯৬৫-৭০ সালের ভোটার তালিকায় অসমের ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিদ্যমান ছিল এবং তাঁর নিজের নাম ১৯৮৫ ও ১৯৯৭ সালের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দালিলিক প্রমাণ সত্ত্বেও তাঁকে 'বিদেশী' ঘোষণা করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট তাঁর মৃত্যুর পর রায় দিয়ে প্রশাসনিক এই নির্বিচারপ্রবণতার নিন্দা জানায় এবং স্পষ্টভাবে বলে যে, বিদেশী জাতীয়তার অভিযোগ কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে নয়, বরং শক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হতে হবে।

এই মামলা প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠীকে তাদের অন্তর্নিহিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে একটি 'নগ্ন জীবন'-এ (bare life) পরিণত করে, যেখানে

তাদের অস্তিত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাসের অধীন। তিওয়ারি ও সিংহের মতে, এই ধরনের প্রশাসনিক সহিংসতা (administrative violence) হল কাঠামোগত, যা আইনি ও আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষকে তাদের অধিকারহীন করে তোলে। ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের রহিম আলীর চিকিৎসাজনিত অবস্থাকে উপেক্ষা করে দেওয়া রায়, রাষ্ট্রের ব্যক্তির জীবন ও মর্যাদার প্রতি উদাসীনতাকে তুলে ধরে, যা এই ধরনের আইনি সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত জৈবিক যুক্তিকে আরও সুসংহত করে।

সিএএ এবং এনআরসি – ধর্মীয় বৈষম্যের আইনি রূপ

২০১৯ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং অসমের জাতীয় নাগরিক পঞ্জী (এনআরসি) একত্রে বাংলাভাষী মুসলমানদের নাগরিকত্বকে নতুন করে সংকটে ফেলেছে। সিএএ ২০১৪ সালের আগে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের নাগরিকত্ব প্রদানের পথ খুলে দিয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের বাদ দিয়েছে। অন্যদিকে, এনআরসি-র মাধ্যমে মূলত বাঙালি মুসলমানদের 'অনৈতিক অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে এই দুই আইনের মধ্যে যোগসূত্র স্পষ্ট, যা ইঙ্গিত করে যে সিএএ-এর মাধ্যমে একদিকে যেমন ধর্মীয় ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে এনআরসি-র মাধ্যমে মুসলমানদের বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে।

অনুপমা রায় উল্লেখ করেছেন যে, সিএএ নাগরিকত্বের জমিসত্ত্ব (jus soli) নীতি থেকে রক্তসত্ত্ব (jus sanguinis)-এর দিকে একটি পরিবর্তন নির্দেশ করে এবং একটি পূর্বে ধর্মনিরপেক্ষ আইনে ধর্মীয় শ্রেণি সংযোজন করে। এই আইনগুলি কার্যকরভাবে বাংলাভাষী মুসলমানদের একটি 'অবিশ্বাস্য নাগরিক' (uncredible citizen)-এ পরিণত করে, যেমনটি মহসীন আলম ভাট তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন। নন্দিতা শর্মার 'অটোকথোনাস' নাগরিকত্বের ধারণা অনুযায়ী, এই আইনগুলি কেবলমাত্র 'ভূমিপুত্র' বা 'স্থানীয়' বলে বিবেচিতদের নাগরিকত্ব সুসংহত করে, আর অভিবাসী বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলিকে 'বেখাপ্পা' বা 'অপ্রাসঙ্গিক' করে তোলে।

সিএএকে সরল আর নিরীহ আইন বলে মনে হতে পারে যা ভারতের প্রতিবেশী কিছু দেশে বসবাসরত অমুসলিম সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব প্রদান করে, কিন্তু যখন এই আইনকে এনআরসি-র সাথে একত্রে পড়া হয়, যেমনটি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন, তখন এটি একই সাথে অন্তর্ভুক্তি ও বর্জনের একটি নীতি নির্দেশ করে। এই আইন ভারতের মুসলমান সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বৈষম্য করে, বিশেষত অসমের বাংলাভাষী মুসলমানদের ক্ষেত্রে। এই আইনের আওতায় একজন অবৈধ অভিবাসী যদি সে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেও তবে তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে, কিন্তু একজন মুসলমান বাসিন্দা, বিশেষত যদি সে অসমে বসবাসকারী বাংলাভাষী হয়, তবে তাকে বাদ দেওয়া হবে, যদি না সে নাগরিকত্বের অতি উচ্চ মাত্রার প্রমাণ প্রদান করতে সক্ষম হয়।

এই আইনগুলি অন্তর্গত হওয়ার আখ্যানকে পরিবর্তন করে, এবং রাষ্ট্র, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে, কৌশলে মুসলমানদের বর্জনকে সুসংহত করে। এনআরসি থেকে বাদ পড়া হিন্দুদের জন্য সিএএ-র ধর্ম-ভিত্তিক সাধারণ ক্ষমা অন্তর্গত হওয়ার একটি নতুন শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করেছে, যা কার্যকরভাবে মুসলমানদের তাদের আনুষ্ঠানিক নাগরিকত্বের অবস্থা নির্বিশেষে 'বাংলাদেশি অবৈধ' হিসেবে কলঙ্কিত করে। মুসলমান নাগরিকদের বাংলাদেশি অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে, রাষ্ট্র শুধু সন্দেহজনক নাগরিকই নয়, বরং তাদের বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করে, যা তাদের বিরুদ্ধে শারীরিক ও পদ্ধতিগত সহিংসতার পথ খুলে দেয়।

বাংলাভাষী মুসলমানদের অপরাধীকরণ ও সামাজিক বর্জন

অসমের রাজনীতি ও সমাজে বাংলাভাষী মুসলমানদের ক্রমাগত 'অনুপ্রবেশকারী', 'উইপোকা' (termites) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মানবিক মর্যাদা হরণ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সহিংসতাকে বৈধতা দেয়। সঞ্জীব বরুয়া উল্লেখ করেছেন যে, সিএএ এবং এনআরসি মিলে মুসলমানদের 'বাংলাদেশি অবৈধ' হিসেবে কলঙ্কিত করার একটি নতুন শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করেছে। এই বর্ণনা শুধু সামাজিক নয়, তা আইনি ব্যবস্থায়ও প্রতিফলিত হয়।

পুলিশ ও প্রশাসনে মুসলমানদের উপস্থিতি নগণ্য। রাজ্যের ১৬ জন মন্ত্রী, ৩৪ জেলা উপায়ুক্ত এবং ৩৪ জন পুলিশ অধীক্ষকের মধ্যে একজনও মুসলমান নন। গুয়াহাটি হাইকোর্টের ২৩ জন বিচারপতির মধ্যেও কোনো মুসলমান বিচারপতি নেই। এই বর্জন কেবল আকস্মিক নয়, বরং এটি রাষ্ট্রীয় নীতির দ্বারা সুসংহত, যা কার্যকরভাবে মুসলমান জনসংখ্যাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে।

অন্যদিকে, ২০২১ সালের জেল পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অসমের মুসলমানরা জনসংখ্যার ৩৪% হলেও, তারা কারাবন্দীদের মধ্যে ৬১% এবং বিচারাধীন বন্দীদের মধ্যে ৪৯%। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় একটি সুসংহত জৈবিক নীতি (biopolitical strategy) কাজ করছে, যা একটি সম্প্রদায়কে অপরাধী ও সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন থেকে বাদ দিচ্ছে। অসমের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালগুলি ১০০,০০০-এরও বেশি ব্যক্তিকে বিদেশী হিসেবে ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে অনেক সিদ্ধান্ত একপাক্ষিক প্রক্রিয়ায় নেওয়া হয়েছে, যেখানে ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন না।

মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রান্তিকীকরণ, যা রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে সহজতর করা হয়েছে, তা জনসংখ্যাকে পৃথকীকরণ ও পরিচালনার একটি বৃহত্তর জৈবিক কৌশলের অংশ হিসাবে দেখা যেতে পারে। মুসলমানদের জন্য উপলব্ধ সুযোগগুলি সীমিত করার এবং তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বাদ দেওয়ার উপর রাষ্ট্রের মনোযোগ একটি জৈবিক

যুক্তি প্রতিফলিত করে, যেখানে জনসংখ্যাকে সুরক্ষা ও অন্তর্ভুক্তির যোগ্য এবং যারা নয়, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই বিভাজন কেবল আদর্শগত নয়, বরং এটি নীতির মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয় যা নিয়ন্ত্রণ করে কে সম্পদে প্রবেশাধিকার পাবে, কে সরকারী ক্ষেত্রে দৃশ্যমান হবে এবং কে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা - পিআইপি প্রকল্প থেকে নেলি হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত

কে একজন ভারতীয় নাগরিক, অবৈধ অভিবাসী বা উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য হবে তা নিয়ে বিতর্ক দেশভাগের পরে অসামরিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে থাকে, বিশেষ করে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত অসম আন্দোলনকে উস্কে দেয়, যা পূর্ব বাংলা থেকে আগত অভিবাসীদের সনাক্তকরণ ও নির্বাসনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এনআরসি-র উৎপত্তি ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, যখন ভারত সরকার অসমে 'পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশ রোধ' (পিআইপি) প্রকল্প চালু করে। এই উদ্যোগটি পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আসা সন্দেহভাজন অবৈধ অভিবাসীদের সনাক্তকরণ ও নির্বাসনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল।

অসম পুলিশ, পিআইপি প্রকল্পের অধীনে, হাজার হাজার মুসলমানকে পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাসিত করেছিল, প্রায়ই তাদের অভিযুক্ত অবৈধ অবস্থার পর্যাপ্ত প্রমাণ বা সঠিক আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই। এই নির্বাসনগুলি পূর্ব পাকিস্তান বা পরবর্তীতে বাংলাদেশের সাথে কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি না থাকা সত্ত্বেও, সামান্য বা কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিরোধ ছাড়াই পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের মধ্যে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চলিহা পিআইপি প্রকল্পের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং দাবি করেন যে রাজ্যটি 'অনুপ্রবেশকারী' মুক্ত। কিন্তু এই ঘোষণা অসমের মুসলমানদের নিপীড়নের অবসান ঘটায়নি।

১৯৮০-এর দশকে অভিবাসী-বিরোধী মনোভাবের পুনরুত্থান ঘটে, যা হিংসাত্মক আন্দোলনে রূপ নেয়, বিশেষ করে অসম আন্দোলন, যা ভয়াবহ নেলি হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়, যেখানে প্রায় ৩,০০০ মুসলমান নৃশংসভাবে নিহত হয়। এই সময়কাল অসমের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে 'বিদেশী'র আখ্যানকে সুসংহত করে, যা ভবিষ্যতে এনআরসি বাস্তবায়নের ভিত্তি স্থাপন করে। হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র, তার স্থানীয় জেনোফোবিক প্রতিপক্ষের সাথে, বাংলাভাষী মুসলমানদের চিরস্থায়ী 'অন্য' এবং রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য হুমকি হিসেবে নির্মাণ করে।

অসমের বাংলাভাষী মুসলমানরা, বিশেষত মিয়া সম্প্রদায়, 'অন্য' হিসেবে বিবেচিত এবং তারা বৈষম্য, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও সাংস্কৃতিক মুছে ফেলার ইতিহাসের মুখোমুখি হয়েছে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিশেষভাবে তাদের লক্ষ্য করে আক্রমণ করেছে এবং নৃশংস অভিপ্রায়ে তাদের গণহত্যা চালিয়েছে। বিপরীতে, বাঙালি হিন্দুরা এই সহিংসতার দ্বারা মূলত অপ্রভাবিত রয়েছে। বাংলাভাষী মুসলমানদের বিরুদ্ধে লক্ষ্যভিত্তিক সহিংসতা তুলে ধরে যে কীভাবে ক্ষমতা কাঠামো জীবনের মূল্য নির্ধারণ করে, কিছুকে ত্যাগযোগ্য হিসেবে

চিহ্নিত করে অন্যদের সুরক্ষিত রাখে।

অসমের মুসলমানরা যারা বাংলাভাষী, তারা গত পঞ্চাশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে দেখা হয়েছে এবং হুমকি হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে, অন্যদের মধ্যে, রাজ্যের জনমিতি পরিবর্তন করা, আদিবাসী সম্প্রদায়ের জমি দখল করা, স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে সম্পদ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ চুরি করা, ভোটার কার্ডের মতো নথি জাল করা, আঞ্চলিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করা এবং এমনকি সংস্কৃতির জন্য হুমকি হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। এই দাবিগুলি সম্প্রদায়কে অমানবিক করতে কাজ করে, তাদেরকে একটি সংক্রামক বা আক্রমণাত্মক প্রজাতি হিসেবে চিত্রিত করে যা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিস্বরূপ। এই প্রক্রিয়াটি জৈবিক নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, কারণ এটি রাষ্ট্রকে কঠোর ব্যবস্থা আরোপ করতে দেয়, যার মধ্যে রয়েছে নজরদারি, আটক এবং নির্বাসন, সবই জাতি রক্ষার নামে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত – নির্যাতনের আরেক ক্ষেত্র

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দাদের অবস্থাও একই রকম। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী গ্রামবাসীরা তাদের প্রান্তিকীকরণ এবং অসুবিধাজনক পটভূমির কারণে নির্বিচার দুর্ভোগের শিকার হয়, যা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অসংখ্য ব্যর্থতার দ্বারা প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছে। ভারতের সংবিধান ন্যায়বিচার ও সাম্যের বিধান নির্ধারণ করলেও, আইনগুলি কখনও মাঠে প্রয়োগ করা হয় না এবং সীমান্ত জনগোষ্ঠীর জীবনের বাস্তবতা হল যে একটি উদীয়মান হুমকি ও অনিশ্চয়তার ভাব তাদের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে। সীমান্ত এলাকায় জনগণের সাংবিধানিক অধিকার ক্রমাগত সরাসরি উপেক্ষিত, পদদলিত এবং নির্মূল করা হয়। এই লোকদের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক লঙ্ঘনের প্রায় সব ঘটনাই সরকারী বাহিনীর দায়মুক্তির সাথে মিলিত হয়, যেখানে ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার পায় না।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) নির্বিচার গুলি, শারীরিক নির্যাতন এবং নিত্যদিনের হয়রানি তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, সীমান্তের এই বাসিন্দাদের প্রায়ই চোরাকারবারি ও অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাদের কৃষিজমিতে যাতায়াতের জন্যও বিএসএফ-এর অনুমতি নিতে হয়। বিএসএফ কর্মীদের কাছে নিজের নাগরিকত্ব পরিচয় বন্ধক রাখতে হয়। প্রশাসন বা বিএসএফ তাদের জমিতে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় নির্ধারণ করে। সীমান্ত বরাবর রাস্তাগুলি সাধারণত সীমান্তরক্ষীদের সম্পত্তি হিসেবে প্রচারিত হয়; রক্ষীরা নাগরিকদের চলাচল সীমাবদ্ধ করে, মহিলা ও স্কুলগামী শিশুদের প্রতি অশ্লীল মন্তব্য করে, এবং তবুও সমগ্র জনগোষ্ঠীকে চোরাকারবারি বা নাশকতাকারী হিসেবে সন্দেহ করে, যা এই সীমান্ত গ্রামবাসীদের জীবনকে বিএসএফ কর্মীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে তোলে।

অথচ ভারত-নেপাল ও ভারত-ভুটান সীমান্তে এই ধরনের কঠোরতা নেই। বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর বসবাসকারী গ্রামবাসীদের সাথে ভিন্ন প্রশাসনিক নিয়মের সাথে ভিন্নভাবে আচরণ করা হচ্ছে। এই বৈপরীত্য এখানে উল্লেখযোগ্য। রণবীর সমাদ্দার তাঁর 'দ্যা মার্জিনাল নেশন' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কীভাবে এই সীমান্ত আইনি ও অবৈধের দ্বৈত অবস্থার সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্র তার সুবিধামত এই সীমানা ব্যবহার করে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভারি সশস্ত্র সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর উপস্থিতি আরেকটি প্রসঙ্গ; বিএসএফ-এর সামাজিক-ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক চরিত্র সীমান্ত বরাবর বসবাসকারী নাগরিকদের থেকে আলাদা। বিএসএফ-এর অবস্থান ও মোতায়েন অসামরিক আবাসের কাছাকাছি হওয়ায় অসামরিক জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করছে। অধিকন্তু, কয়েকটি স্থানে এদের প্রকৃত সীমানা থেকে ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার অভ্যন্তরে মোতায়েন করা হয়েছে। সরকারী যন্ত্রপাতির দ্বারা অনুভূত না হওয়ার অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রাসঙ্গিক অংশ, অসামরিক আবাসনের নিকটে অসহানুভূতিশীল বাহিনীর মোতায়েনের সাথে মিলিত হয়ে অনেক সামাজিক ও অন্যান্য ধরনের অনিষ্ট সৃষ্টি করে। যদিও জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশ চোরাচালান ও অন্যান্য কার্যকলাপের সাথে জড়িত, বিএসএফ তাদের নিয়মিত নিপীড়ন ও অমানবিক নির্যাতনের ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য এটি একটি বিন্দু হিসাবে ব্যবহার করে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুস্পষ্ট রূপগুলি হল বিচারবহির্ভূত হত্যা ও তীব্র শারীরিক নির্যাতন, কিন্তু তাদের অহংকারী কাজ ও আচরণের লুকানো বিষয়গুলি কেবল বিদেশী আক্রমণকারীদের প্রকৃতির সাথে মিলে যায়।

নাৎসি জার্মানির সমান্তরাল ভাষ্য

মানুষের রাজনৈতিক 'জুওফিকেশন' আধুনিক সমাজের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে, সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থা এই প্রক্রিয়াকে তীব্রতর করে, নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে নাগরিক অধিকার, সামাজিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে কেবল জীবনে পরিণত করে। হান্না আরেন্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলি উদাহরণ দেয় যে কীভাবে ব্যক্তিদের 'মানব প্রাণীর নমুনা'র অবস্থানে অমানবিক করা যেতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, লোকদের তাদের আইনি ও রাজনৈতিক অবস্থা থেকে বঞ্চিত করার এই প্রথা নতুন ছিল না, বরং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এর নজির ছিল, যখন অনেকে বিতাড়ন বা পলায়নের কারণে উদ্বাস্তু বা রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েছিল। এই ব্যক্তিরা প্রাণীর মতো একটি অবস্থায় হ্রাস পেয়েছিল, যেখানে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের নিছক অস্তিত্বের তুলনায় অপ্রাসঙ্গিক ছিল।

নাৎসি শাসনব্যবস্থা যখন সমগ্র গোষ্ঠীকে 'জীবনের অযোগ্য জীবন' হিসেবে ঘোষণা করেছিল, স্ট্যালিনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মানসিক রোগী হিসেবে চিহ্নিত করে অথবা 'বিলুপ্ত শ্রেণী বা পরজীবী জাতি' হিসেবে আখ্যায়িত করে অমানবিক করেছিল। জেফ্রি আইজ্যাক মন্তব্য করেছেন, আরেন্ট এবং ফুকো উভয়েই

এই প্যারাডক্স দ্বারা আঘাত পেয়েছেন যে, জীবনের মূল্যের উপর আধুনিক যুগের জোর দেওয়া সত্ত্বেও, এই যুগ গণহত্যামূলক ব্যাপক হত্যার দ্বারাও চিহ্নিত।

অসম এবং নাৎসি জার্মানি উভয় ক্ষেত্রেই জৈবিক ক্ষমতা ও সার্বভৌম ক্ষমতার এই মিলন একটি কঠোর বাস্তবতা উন্মোচিত করে যেখানে জীবন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের নিপীড়নমূলক প্রভাবের অধীনে নিছক অস্তিত্বে পর্যবসিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলির একটি সমালোচনামূলক পরীক্ষা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর পদ্ধতিগতভাবে 'নগ্ন জীবনে' হ্রাস করার একটি উদ্বেগজনক সমান্তরাল প্রকাশ করে।

অসমে, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক আখ্যান বাংলাভাষী মুসলমানদের, বিশেষত যারা নথিভুক্ত অভিবাসী বলে সন্দেহ করা হয়, তাদেরকে 'উইপোকা' এবং 'অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই অমানবিক ভাষা একটি দ্বৈত উদ্দেশ্য পূরণ করে: এটি কেবল এই সম্প্রদায়গুলিকে লক্ষ্য করে নীতিগুলির জন্য জনসমর্থন বৃদ্ধি করে না, বরং এটি তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সহিংস পদক্ষেপগুলিকে বৈধতা দেয়। এই ব্যক্তিদের সমাজের সামাজিক কাঠামোর জন্য হুমকি হিসেবে চিত্রিত করার মাধ্যমে, অলংকার একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে বৈষম্য ও বর্জন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই অমানবিক চিত্রায়ন, নাৎসিদের ইহুদিদের রোগের বাহক হিসেবে চিত্রিত করার স্মৃতি জাগিয়ে, একটি সম্পূর্ণ সম্প্রদায়কে অধঃস্তন অবস্থায় হ্রাস করে, তাদের মর্যাদা ও মানবতা কেড়ে নেয়।

'উইপোকা'র রূপকটি এমন কীটপতঙ্গের ছবি জাগিয়ে তোলে যা ভিতর থেকে ধ্বংস করে, একটি কপট, অদেখা বিপদের পরামর্শ দেয় যা জাতির স্বাস্থ্যের জন্য নির্মূল করতে হবে। অসমে এই গোষ্ঠীগুলির বর্জন ও প্রান্তিকীকরণ ঐতিহাসিক নিপীড়নের ঘটনাগুলির প্রতিধ্বনি করে, যেমন নাৎসি জার্মানিতে ইহুদি ও রোমানি জনগণের সাথে আচরণ, যাদের জীবনের অযোগ্য বলে মনে করা হয়েছিল এবং পদ্ধতিগতভাবে নির্মূল করা হয়েছিল। এই জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি এই গোষ্ঠীগুলিকে 'অবাঞ্ছিত' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করার সাথে জড়িত ছিল, যা জাতীয় পরিচয়ের জন্য অনুভূত হুমকিগুলি দূর করতে চাওয়া একটি সার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে।

অসমে, বাংলাভাষী মুসলমানদের সাথে রাষ্ট্রের আচরণ সমসাময়িক এক ধরনের নিপীড়ন প্রদর্শন করে। প্রশাসনিক সহিংসতা এবং জৈবিক ব্যবস্থার মাধ্যমে, রাষ্ট্র নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে 'অবৈধ অভিবাসী' হিসেবে ব্র্যান্ডেড করেছে, তাদের অধিকারহীন করে তুলেছে এবং বিচার ছাড়াই ক্যাম্পে আটক হওয়ার বিপদের সম্মুখীন করেছে। এই প্রক্রিয়া তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়, তাদের সীমিত অবস্থার এক অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে দেয়, নাগরিক এবং বিদেশীর মধ্যে আটকা পড়ে। তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করা হয়, পৃথকীকরণ ও বর্জনকে সরকারী নীতি হিসেবে প্রয়োগ করে। রাষ্ট্র কেবল জনসংখ্যাতাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাস করে না, বরং প্রান্তিক 'অন্য'কে একটি

ক্লিনিকাল দৃষ্টির অধীনেও রাখে, যেখানে তাদের সংক্রামকের যুক্তির অধীনে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

নাৎসিবাদ এবং হিন্দুত্ব উভয়ের অন্তর্নিহিত মতাদর্শ, তাদের স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও, রাষ্ট্রের দ্বারা অবাঞ্ছিত বলে বিবেচিত গোষ্ঠীগুলির বর্জন ও প্রান্তিকীকরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। উভয় শাসনব্যবস্থাই এই জনগোষ্ঠীগুলির পর্যবেক্ষণ, আটক ও বর্জনের জন্য রাষ্ট্রীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছে। উভয় রাষ্ট্রেই নাগরিকত্ব নীতি বিদেশীত্বের ধারণার উপর ভিত্তি করে গঠিত যা ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা প্রশাসনিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে হতে পারে।

অসমে, নাৎসি জার্মানির মতো, এই গোষ্ঠীগুলিকে লক্ষ্য করে নির্বিচার এবং পরিবর্তনশীল আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বেআইনি করার প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, যা বৃহত্তর রাজনৈতিক অগ্রাধিকার প্রতিফলিত করে। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তিরা সামাজিকভাবে বর্জিত, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত এবং আটক বা নির্বাসনের ধ্রুবক হুমকির অধীনে বাস করে। রাষ্ট্রের পদক্ষেপগুলি নাৎসি জার্মানিতে নিযুক্ত একটি জৈবিক কৌশল প্রতিফলিত করে, যেখানে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে পদ্ধতিগতভাবে প্রান্তিক করা হয় এবং আইনি সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই প্রশাসনিক বর্জন, একটি ক্লিনিকাল দৃষ্টি এবং সংক্রামকের যুক্তির সাথে মিলিত হয়ে, এই ব্যক্তিদের আরও অমানবিক করে, তাদের নাগরিকত্ব ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটি সীমিত অবস্থায় ঠেলে দেয়।

ভারতে এই 'জৈব-জাতীয়তাবাদ' কাশ্মীর থেকে নেলি পর্যন্ত জাতিগত নির্মূলের ডাক দেখেছে, যা ইসরায়েলি অনুশীলনের অনুকরণে মডেল করা হয়েছে। ২০১৯ সালে, কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার এবং কঠোর সামরিক অবরোধ আরোপের পর, নিউইয়র্কে ভারতের কনসাল জেনারেল সন্দীপ চক্রবর্তী প্রকাশ্যে বিতর্কিত অঞ্চলের জন্য একটি 'ইসরায়েলি মডেল' গ্রহণের পরামর্শ দেন। হিন্দু ধর্মীয় নেতা এবং দক্ষিণপন্থী ব্যক্তিরা, প্রায়শই প্রকাশ্য রাজনৈতিক সমর্থনে, অর্থনৈতিক বয়কট এবং কিছু ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যামূলক সহিংসতার জন্য প্রকাশ্য ডাক দিয়েছেন। এই উস্কানিগুলি বেশ কয়েকটি রাজ্যে মুসলিম-মালিকানাধীন ব্যবসাগুলিকে লক্ষ্য করে সংগঠিত প্রচারণার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০২৩ সালে, এই পথ হরিয়ানায় তীব্রতর হয়, যেখানে একটি মুসলিম-প্রধান এলাকায় প্রায় ১,২০০ বাড়ি ও দোকান ভেঙে ফেলার ঘটনায় পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট প্রশ্ন তোলে যে রাজ্যের পদক্ষেপগুলি জাতিগত নির্মূলের সমতুল্য কিনা।

জাতীয়তাবাদের এই রূপ, জৈবিক নিয়ন্ত্রণে মূল, জাতির 'পবিত্রতা'কে সংজ্ঞায়িত ও রক্ষা করতে চায় জৈবিক বা সাংস্কৃতিকভাবে বেমানান বলে বিবেচিতদের বাদ দিয়ে। হিন্দুত্ব, একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ যা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আবির্ভূত হয়েছিল, ইতালীয় ফ্যাসিবাদ ও জার্মান নাৎসিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ইভেইন লেইডিগ

হিন্দুত্বের উৎপত্তি ঔপনিবেশিক ভারতে খুঁজে পান, যেখানে এটি ফ্যাসিবাদী ইতালি ও নাৎসি জার্মানির মতাদর্শীদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল, যারা তাদের মতাদর্শের জন্যও হিন্দুত্ব থেকে আকৃষ্ট হয়েছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিতে হিটলার ও নাৎসিবাদের প্রতি প্রশংসা স্পষ্ট, হিটলার-থিমযুক্ত পণ্যদ্রব্য, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, বার ও পোশাকের দোকানের ব্যাপক প্রাপ্যতার মাধ্যমে। মুসলমানদের নাগরিকত্ব থেকে বাদ দেওয়া আইন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা এই মতাদর্শগত প্রভাবের বাস্তব পরিণতি।

পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ তফসিলভুক্তি প্রক্রিয়া – অসমের ছায়া

অসমে বাংলাভাষী মুসলমানদের উপর এই দীর্ঘ ইতিহাস ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কৌশলেরই প্রতিধ্বনি এখন পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ তফসিলভুক্তি প্রক্রিয়ায় (Special Intensive Revision – SIR) স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সিভিল রাইটস সংরক্ষণ সংস্থা (এপিসিআর) পরিচালিত ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং অনুসন্ধানে দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় ফর্ম-৭-এর মাধ্যমে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে টার্গেট করে 'অ-ভারতীয় নাগরিক' দাবিতে আপত্তি জানানোর একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

সন্দেশখালির ঘটনা

২০২৬ সালের ২৫শে জানুয়ারি, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রের ২২ নং বুথে "অবজেকশন ফর প্রপোজড ইনক্লুশন আই.সি.ডব্লিউ. এসআইআর ২০২৬" শিরোনামে একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। এই তালিকায় প্রায় ২,২৫৩ জনের নাম ছিল। পার্শ্ববর্তী বুথগুলিতেও অনুরূপ তালিকা প্রকাশিত হয়। মোটামুটিভাবে, সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে প্রায় ৫,৯৬৩ জনের নাম এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। তালিকাটিতে কোনো সরকারী সিল বা অনুমোদিত স্বাক্ষর ছিল না।

ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং প্রক্রিয়ায়, সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রের চারজন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) গণমাধ্যম ও আমাদের টিমকে জানান যে, তালিকাটি যুগ্ম বিডিও-র পক্ষ থেকে তাদের সরকারী হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করা হয়েছিল। তারা আরও জানান যে, তাদের বলা হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট সংস্থার দায়ের করা আপত্তির ভিত্তিতে তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। যুগ্ম বিডিও এবং এআরও পরবর্তীতে একটি সাক্ষাৎকারে এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে তালিকাটি তাদের অফিস থেকে জারি করা হয়নি এবং এটি নির্বাচন কমিশন দ্বারা প্রস্তুত করা হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়: যদি যুগ্ম বিডিও তালিকাটি শেয়ার না করে থাকেন, তবে কীভাবে চারটি পৃথক বুথে একই সাথে অভিন্ন তালিকা প্রকাশিত হলো? অস্বীকারের বিপরীতে, আমরা যাচাই করেছি যে তালিকাটি প্রকৃতপক্ষে যুগ্ম বিডিও-র পক্ষ থেকে বিএলও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করা হয়েছিল। আমরা সরাসরি বিএলও-দের মোবাইল ফোনে এটি পর্যবেক্ষণ করেছি এবং আলোকচিত্র প্রমাণ সংরক্ষণ করেছি।

গুরুতর অনিয়ম

আমাদের পর্যবেক্ষণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, তালিকাভুক্ত সকল ব্যক্তি মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে ৫,৪০৮ জন ব্যক্তিকে 'অ-ভারতীয় নাগরিক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যাচাই করে দেখা গেছে, তারা বৈধ ভারতীয় নাগরিক, বৈধ নাগরিকত্বের নথিপত্র ধারণ করেন; অনেকে এমনকি পাসপোর্টও ধারণ করেন। ৪৪৪ জন ব্যক্তিকে 'মৃত্যু' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, কিন্তু যাচাইয়ে দেখা গেছে তারা জীবিত।

প্রশ্ন হল: মৃত্যু সনদ ছাড়া কীভাবে এই ৪৪৪ জীবিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফর্ম-৭ আপত্তি দায়ের করা হয়েছিল? বিএলও/ইআরওগুলি কীভাবে মৃত্যু সনদ ছাড়া এই ধরনের আবেদন গ্রহণ করেছিল, যা আইনত অবৈধ? এটি স্পষ্টভাবে বেআইনি ও পদ্ধতিগতভাবে অনুচিত কার্যকলাপ নির্দেশ করে।

হাওড়া জেলার পর্যবেক্ষণ

হাওড়া জেলায় ১,৮০০-এরও বেশি মুসলমান নাগরিককে 'অ-ভারতীয় নাগরিক' দাবি করে গণ ফর্ম-৭ আপত্তির মাধ্যমে টার্গেট করা হয়। বিএলও/ইআরও অফিসগুলি এই নাগরিকদের 'অ-ভারতীয় নাগরিক' হিসেবে চিহ্নিত করে শুনানির নোটিশ জারি করে।

যাচাইয়ে দেখা গেছে

আপত্তিগুলি অস্পষ্ট ছিল এবং প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত ছিল না
টার্গেটিকৃত ব্যক্তিরা বৈধ ভারতীয় নাগরিক
তারা বৈধ নাগরিকত্বের নথিপত্র ধারণ করেন, অনেক ক্ষেত্রে পাসপোর্ট সহ
শুধুমাত্র মুসলমান নাগরিকদের টার্গেট করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে
স্বতন্ত্র আপত্তিকারীরা প্রত্যেকে ৪৫-৭০টি ফর্ম-৭ আপত্তি দায়ের করেছেন

ফর্ম পূরণে সন্দেহজনক পদ্ধতি

ফর্ম-৭ আপত্তি পূরণের পদ্ধতি অত্যন্ত সন্দেহজনক। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো হয়েছে, তার বিবরণ কম্পিউটারে টাইপ করা ছিল। আপত্তিকারী ব্যক্তির বিবরণ হাতে লেখা ছিল। এই পদ্ধতি থেকে এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, একটি নির্দিষ্ট সংস্থা মুসলিম নাগরিকদের নাম ও ইপিআইসি নম্বর ব্যবহার করে তার অফিস থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে ফর্ম-৭ আপত্তি ফর্মগুলি অনলাইনে পূরণ করতে পারে। পরবর্তীতে, এই ফর্মগুলি নির্দিষ্ট জেলার নির্দিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের কর্মীদের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে মনে হয়, যারা তখন আপত্তিকারীদের ব্যক্তিগত বিবরণ হাতে লিখে পূরণ করে এবং ইআরও অফিসে ফর্মগুলি জমা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি ৪৫-৭০টি আপত্তি দাখিল করেছেন।

নোটিশ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম

পর্যবেক্ষিত সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে:
কিছু শুনানির নোটিশে সরকারী সিল বা স্বাক্ষর ছিল না
আপত্তিকারীর ফোন নম্বর, ইপিআইসি নম্বর বা সম্পূর্ণ ঠিকানা অনুপস্থিত ছিল
নাগরিকদের পরের দিনই শুনানিতে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল, যা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে
আগে প্রস্তুত করা নোটিশগুলি শুনানির মাত্র একদিন আগে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল
সাধারণ পদ্ধতি ছিল: নোটিশের তারিখ: ২৬.০১.২০২৬, পৌঁছে দেওয়া: ০৪.০২.২০২৬, শুনানির তারিখ: ০৫.০২.২০২৬
এই ধরনের স্বল্প নোটিশ অর্থপূর্ণ প্রতিরক্ষা কার্যত অসম্ভব করে তোলে।
নির্বাচন কর্তৃপক্ষের গুরুতর অবহেলা
নির্বাচন কর্তৃপক্ষের গুরুতর অবহেলার মধ্যে রয়েছে:
বাধ্যতামূলক নথি (যেমন, মৃত্যু সনদ) ছাড়া ফর্ম-৭ আবেদন গ্রহণ করা
মাঠ যাচাই না করেই 'অ-ভারতীয় নাগরিক' বা 'মৃত্যু' চিহ্নিত করা
গণ ফর্ম-৭ বা গণ ডেটা-ভিত্তিক ট্যাগিংয়ের ইঙ্গিত
রাজনৈতিক/প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে লক্ষ্যভিত্তিক ভোটার তালিকা কারসাজির সম্ভাব্য প্রচেষ্টা
একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সংগঠিত টার্গেটিংয়ের অভিযোগ

তদন্ত ইঙ্গিত দেয়
পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে শুধুমাত্র মুসলিম নাগরিকদের পরিকল্পিত টার্গেটিং
'অ-ভারতীয় নাগরিক' ও 'মৃত্যু' দাবি করে হাজার হাজার ফর্ম-৭ আপত্তির গণ দাখিল
একটি সংস্থার দ্বারা কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইন ডেটা পূরণ, পরে স্থানীয়ভাবে গণ জমা
নির্বাচন কর্তৃপক্ষ সঠিক যাচাই ছাড়া আবেদন গ্রহণ করেছে

স্থানীয় সূত্র এবং গণমাধ্যম রিপোর্ট ইঙ্গিত দেয় যে, চিহ্নিত আপত্তিকারীরা বিজেপি রাজনৈতিক দলের কর্মী। মুসলিম নাগরিকদের নাগরিকত্ব নিয়ে পরিকল্পিতভাবে প্রশ্ন তোলার একটি প্রচেষ্টা বলে মনে হচ্ছে। এই কাজগুলি ইঙ্গিত দেয়:
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-চালিত কার্যকলাপ
নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার ষড়যন্ত্র
নির্দিষ্ট নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সাথে সম্ভাব্য যোগসাজশ

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিতকরণ

২০২৫ সালের মে থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, দিল্লি, ওডিসা, অসম, হরিয়ানা, রাজস্থান ও ছত্তিশগড় সহ বেশ কয়েকটি ভারতীয় রাজ্যে বাংলাভাষী মুসলমানদের আটক, জোরপূর্বক বহিষ্কার এবং তাদের বসতভিটা ধ্বংস করার ঘটনা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে শত শত - সম্ভবত ১,৫০০ জনেরও বেশি লোককে "অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যদিও অনেকের কাছে আধার কার্ড এবং ভোটার আইডির মতো বৈধ ভারতীয় নথি ছিল। এই আটকগুলি প্রায়শই যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই ঘটে এবং অনেককে জোর করে বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ছত্তিশগড় (রায়পুর ও কোন্ডাগাঁও)

২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ছত্তিশগড় কর্তৃপক্ষ বাংলাভাষী মুসলিম অভিবাসী শ্রমিকদের "অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী" বলে অভিযুক্ত করে একাধিক অভিযান পরিচালনা করে। রায়পুরে "সমধান" নামে একটি বৃহৎ পরিসরে অভিযান চালিয়ে ২০০০-এরও বেশি ব্যক্তিকে আটক করা হয়। আটককৃতদের সময়মত যাচাই বা আইনি প্রবেশাধিকার ছাড়াই খোলা মাঠে ও অস্থায়ী কেন্দ্রে রাখা হয়েছিল। কোন্ডাগাঁওয়ে, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার নয়জন নির্মাণ শ্রমিককে বৈধ আধার ও ভোটার আইডি থাকা সত্ত্বেও আটক করা হয়। তাদের ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং আইনি সহায়তা পেতে বাধা দেওয়া হয়। পরে ছত্তিশগড় হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন দাখিল করলে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

দিল্লি (জয় হিন্দ ক্যাম্প, বসন্ত কুঞ্জ)

২০২৫ সালের মে মাসে, দিল্লির বসন্ত কুঞ্জের জয় হিন্দ ক্যাম্পের বাংলাভাষী প্রধানত মুসলিম বাসিন্দাদের বিদ্যুৎ ও জল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তাঁদের কাছে বৈধ আধার ও ভোটার আইডি থাকলেও, কর্তৃপক্ষ তাঁদের "বাংলাদেশি" হিসেবে চিহ্নিত করে। পরে আদালতের হস্তক্ষেপে ৮ আগস্ট পর্যন্ত উচ্ছেদের ওপর স্থগিতাদেশ জারি হয় এবং পরিষেবা পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দেওয়া হয়।

পুনে, মহারাষ্ট্র

২৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে, পুনের চন্দন নগরে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত ৬০-৮০ জনের একটি দল কারগিল যুদ্ধের প্রবীণ সৈনিক হাকিমুদ্দিন শেখের পরিবারের বাড়িতে জোরপূর্বক প্রবেশ করে এবং তাদের বাংলাদেশি বলে অভিযোগ করে নাগরিকত্বের প্রমাণ দাবি করে। আধার ও প্যান কার্ড দেখানোর পরও জনতা সেগুলোকে জাল বলে উড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পরিবারের পুরুষ সদস্যদের থানায় নিয়ে

যাওয়া হয়। পরে জনরোষের মুখে কিছু অপরাধীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়।

অসম (গোয়ালপাড়া ও কামরূপ)

অসমে ২০২৫ সালের জুন-জুলাই মাসে পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযানে বাংলাভাষী মুসলমানদের ৩,৪০০-এরও বেশি বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। এপিসিআর-এর প্রতিনিধি এবং একটি মানবাধিকার দল ২৩-২৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অসমের গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলা পরিদর্শন করে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন।

হাসিলা বিল (বালিজানা সার্কেল): ১৬ জুন, ২০২৫ তারিখে ৬৮০ টিরও বেশি পরিবারের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়। বাসিন্দাদের ৪৮ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে উচ্ছেদ করা হয়। এখানকার বাসিন্দাদের ১৯৪৮ সাল থেকে জমির নথি, ১৯৫১ সালের এনআরসি এবং ২০১৯ সালের এনআরসি-তে নাম থাকা সত্ত্বেও তাদের উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদের ফলে একটি স্কুল ও তিনটি অঙ্গনওয়াড়ি ধ্বংস হয়।

আশুদুবি গ্রাম (মাটিয়া রাজস্ব সার্কেল): ১২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ১০৮৪টি পরিবারের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়। বাসিন্দাদের কাছে ১৯৬২ সালের পাট্টা ও জমির দলিল, ১৯৫১ সালের এনআরসি ও ভোটার তালিকা থাকলেও তা আমলে নেওয়া হয়নি। উচ্ছেদ প্রতিরোধ করতে গেলে পুলিশের গুলিতে ১৯ বছরের সাকোয়ার আলী নিহত হন এবং অনেকে আহত হন।

রাখ্যসিনী এলাকা (গোয়ালপাড়া): ২৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ১০৫টিরও বেশি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেওয়া হয়, যদিও এই এলাকা নিয়ে গুয়াহাটি হাইকোর্টে মামলা বিচারাধীন ছিল।

হরিয়ানা (গুরুগ্রাম ও ঝাজ্জর)

হরিয়ানার গুরুগ্রামে পুলিশ বাংলাভাষী মুসলিম অভিবাসীদের লক্ষ্য করে একাধিক অভিযান চালিয়েছে। শ্রমিকদের তাদের বস্তি থেকে তুলে নিয়ে কমিউনিটি হলে আটকে রাখা হয়েছে এবং তাদের মারধরের অভিযোগ রয়েছে। ১৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখে গুরুগ্রামের সেক্টর ১০৩ থেকে অসমের ২৬ জন বাংলাভাষী পুরুষকে আটক করা হয়, যারা ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহকারী ছিলেন এবং তাঁদের কাছে বৈধ নথি থাকলেও কোনও আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই আটক রাখা হয়েছিল। ঝাজ্জরে, ২৫ জুন, ২০২৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা ৭ জন বাংলাভাষী মুসলিম শ্রমিককে আটক করে নির্যাতন চালানোর অভিযোগ রয়েছে।

গুজরাট (আহমেদাবাদ ও সুরাট)

গুজরাট পুলিশ আহমেদাবাদ ও সুরাটে ১,০০০-রও বেশি লোককে আটক করেছে, যাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি "অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী" বলে অভিহিত করেছেন। তবে, আটককৃতদের বেশিরভাগই ভারতীয় নাগরিক ছিলেন এবং পুলিশ রাতের বেলায় ঘরে ঘরে অভিযান চালিয়ে নির্বিচারে লোকদের গ্রেপ্তার করে। তাদের অস্থায়ী আটক কেন্দ্রে অমানবিক অবস্থায় রাখা হয়েছিল।

ওডিসা

২০২৫ সালের জুন থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ওডিসা পুলিশ পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে আসা কমপক্ষে ৪৪৭ জন বাংলাভাষী দিনমজুরকে আটক করেছে। পুলিশ তাঁদের আধার ও ভোটার আইডি প্রত্যাখ্যান করে জন্ম সনদ ও স্কুল রেকর্ড দাবি করে, যা অনেক দরিদ্র অভিবাসীর পক্ষে দেখানো সম্ভব নয়।

রাজস্থান (জয়পুর)

রাজস্থানে মে, ২০২৫-এ রাজ্যব্যাপী পুলিশ অভিযানে জয়পুরে ৫০০-৬০০ বাংলাভাষী মুসলিম বাসিন্দাকে আটক করা হয়। রাজস্থান হাইকোর্টে একাধিক হেবিয়াস কর্পাস পিটিশন দায়ের করা হয়, যাতে বলা হয়, আধার, ভোটার আইডি থাকা সত্ত্বেও কোনও আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই তাদের আটক রাখা হয়েছিল এবং তাদের আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি।

পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে কয়েকটি স্পষ্ট প্যাটার্ন বা নকশা চোখে পড়ে:

১. লক্ষ্যবস্তু সম্প্রদায়

সব ক্ষেত্রেই টার্গেট করা হয়েছে শুধুমাত্র বাংলাভাষী মুসলিম সম্প্রদায়কে। অন্যান্য ভাষাভাষী বা ধর্মের মানুষদের বিরুদ্ধে এই ধরনের গণআটক বা ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটার ঘটনা চোখে পড়েনি। এটি ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে সুস্পষ্ট বৈষম্য (রিলিজিয়াস অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক প্রোফাইলিং)।

২. একই ধরণের অভিযোগ

সন্দেশখালির ভোটার তালিকা থেকে শুরু করে গুজরাট, ওডিসা বা দিল্লির আটক অভিযান—সর্বত্র একই স্লোগান "নট ইন্ডিয়ান সিটিজেন" বা "বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী"।

৩. আইনি প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ অমান্য

মৃত্যু সনদ ছাড়া ফর্ম-৭ নেওয়া, নোটিশ না দেওয়া, হঠাৎ করে রাতের বেলা আটক, জাল কাগজপত্রের অভিযোগ এনে বৈধ নথি আমলে না নেওয়া—এই সমস্ত কিছু আইন ও সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৪. প্রশাসন ও পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা

শুধু কিছু উগ্র গোষ্ঠী নয়, এই ঘটনাগুলির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসন সরাসরি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। বিএলও-দের হোয়াটসঅ্যাপে তালিকা শেয়ার করা থেকে শুরু করে পুলিশের রাতের অভিযান—প্রশাসনিক যন্ত্রটিকেই এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৫. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

আসন্ন রাজ্য নির্বাচনের আগে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তৈরি করে ভোট ব্যাংক শক্তিশালী করার জন্যই এই ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা।

সম্ভাব্য আইনি কাঠামো লঙ্ঘন

এই কার্যকলাপগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধি (বিএনএস) ও সংবিধানের একাধিক ধারা লঙ্ঘন করে:

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) ২০২৩:

ধারা	অপরাধ
ধারা ১৯৬	সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো

ধারা ২১৭	সরকারি কর্মচারীকে মিথ্যা তথ্য প্রদান
ধারা ২৪৮	মিথ্যা অভিযোগ করে ক্ষতি করা
ধারা ১৯৮	সরকারি কর্মচারীর ক্ষমতার অপব্যবহার
ধারা ৬১	অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র
ধারা ৩৫৬	মানহানি

ভারতীয় সংবিধান:

অনুচ্ছেদ	অধিকার
অনুচ্ছেদ ১৪	সমতার অধিকার
অনুচ্ছেদ ১৫	ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ
অনুচ্ছেদ ২১	জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার
অনুচ্ছেদ ৩২৬	ভোটাধিকার

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০:

ধারা	বিধান
ধারা ৩১	নির্বাচন সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান
ধারা ৩২	মিথ্যা ঘোষণা

প্রাথমিক সুপারিশ

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এপিসিআর নিম্নলিখিত প্রাথমিক সুপারিশগুলি পেশ করছে:

১. উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত

এই সমস্ত ঘটনার একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হোক, যা সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দোষীদের চিহ্নিত করবে।

২. আইনানুগ ব্যবস্থা

এই ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

৩. ক্ষতিপূরণ

বেআইনি আটক, হয়রানি ও উচ্ছেদের শিকার নাগরিকদের পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।

৪. নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ

নির্বাচন কমিশন যেন পশ্চিমবঙ্গে ফর্ম-৭-এর এই অপব্যবহার রোধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয় এবং আক্রান্ত মুসলিম নাগরিকদের নাম ভোটার তালিকায় বহাল রাখে।

৫. সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা

সুপ্রিম কোর্ট রহিম আলী মামলায় যে নির্দেশিকা দিয়েছে, তা সকল রাজ্যের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন কমিশনকে অনুসরণ করতে হবে।

৬. নাগরিক সমাজের সচেতনতা

নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার সংস্থা ও গণমাধ্যমকে এই বিষয়গুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

উপসংহার

এপিসিআর-এর এই ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্ট সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ফর্ম-৭-এর অপব্যবহার থেকে শুরু করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মুসলিম নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নির্যাতন—এই সবই একটি সুপরিকল্পিত, সংগঠিত ও ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের অংশ। এই ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা।

রহিম আলীর মৃত্যু একটি প্রতীক। তাঁর মৃত্যুর পর সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তা কেবল একটি কাগজের টুকরো। তাঁর জীবিত অবস্থায় তিনি যে সামাজিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তার কোনো প্রতিকার নেই। অসমের বাংলাভাষী মুসলমানদের অবস্থা আজ 'সীমানায় অবস্থান' (liminality)-এর এক অধ্যায়। তারা একদিকে যেমন আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় কাঠামো তাদের ক্রমাগত 'অন্য' করে তুলছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ তফসিলভুক্তি প্রক্রিয়ায় যা ঘটছে, তা সেই একই প্রক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি। ফর্ম-৭-এর মাধ্যমে মুসলমান নাগরিকদের 'অ-ভারতীয় নাগরিক' হিসেবে চিহ্নিত করার যে প্রচেষ্টা, তা কেবল নির্বাচনী প্রক্রিয়াকেই দূষিত করছে না, বরং একটি সম্প্রদায়ের মৌলিক নাগরিক অধিকারকেও হুমকির মুখে ফেলছে। সন্দেশখালি, হাওড়া, গোয়ালপাড়া, গুরুগ্রাম, আহমেদাবাদ, পুনে, জয়পুরের ঘটনা প্রমাণ করে যে, একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সারা দেশে মুসলমান নাগরিকদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শুধু আইনি সংস্কার নয়, প্রয়োজন সামাজিক ও রাজনৈতিক মানসিকতার পরিবর্তন, যা প্রতিটি মানুষকে তার ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সমান অধিকার ও মর্যাদা দিতে পারে। অসমের রহিম আলী যদি মৃত্যুর পর নাগরিকত্ব ফিরে পান, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জীবিত নাগরিকদের কি জীবিত অবস্থাতেই তাদের নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়? এই প্রতিবেদন সেই প্রশ্নই তুলে ধরে।

নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, সাংবিধানিক অধিকার এবং আইনের শাসন রক্ষার জন্য এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা এবং দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

আইনি দলিল ও আদালতের রায়

Supreme Court of India. Md. Rahim Ali @ Abdur Rahim v The State of Assam, 2024 INSC 511.

রাজস্থান হাইকোর্ট। জাহিদ আলী বনাম রাজস্থান রাজ্য (ডি.বি. হেবিয়াস কর্পাস পিটিশন নং ১৫৪/২০২৫)

রাজস্থান হাইকোর্ট। ফয়জান বনাম রাজস্থান রাজ্য (১৫৫/২০২৫)

রাজস্থান হাইকোর্ট। শোয়েব বনাম রাজস্থান রাজ্য (১৫৬/২০২৫)

রাজস্থান হাইকোর্ট। মহম্মদ সিরাজ বনাম রাজস্থান রাজ্য (১৬৬/২০২৫)

রাজস্থান হাইকোর্ট। শাবানা বেগম বনাম রাজস্থান রাজ্য (১৮৫/২০২৫)

রাজস্থান হাইকোর্ট। অশোক বনাম রাজস্থান রাজ্য (০০০০৮/২০২৫)

রাজস্থান হাইকোর্ট। ইয়াসমিন বনাম রাজস্থান রাজ্য (০০০১১/২০২৫)

রাজস্থান হাইকোর্ট। রহমত আলী বনাম রাজস্থান রাজ্য (০০০১২/২০২৫)

দিল্লি হাইকোর্ট। জয় হিন্দ ক্যাম্প মামলা, ১৯ জুলাই, ২০২৫।

গবেষণা প্রতিবেদন ও নিবন্ধ

APCR West Bengal. *Fact-Finding Report: Allegations of Misuse of Form-7 and Targeting of a Particular Community under “Not Indian Citizen” Claims in the SIR Process*. 2026.

MASUM (Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha). Report of the Social Audit on Issues of Indo-Bangladesh Border Villagers.

হর্ষ মান্দার, প্রশান্ত ভূষণ প্রমুখ। অসমে উচ্ছেদ: একটি জমিনি প্রতিবেদন, ২৩-২৪ আগস্ট, ২০২৫।

Ahmed, Farrah. “Arbitrariness, Subordination and Unequal Citizenship.”

Indian Law Review 4 (2020): 121.
Ahmed, Farrah. "Constitutional Parasitism, Camouflage, and Pretence: Shaping Citizenship through Subterfuge." International Journal of Constitutional Law 21 (2023): 298-299.
Baruah, Sanjib. India against Itself: Assam and the Politics of Nationality. University of Pennsylvania Press, 1999.
Baruah, Sanjib. "The Politics of Non-Citizenship in Assam." Seminar (2022): 4.
Bhat, M. Mohsin Alam. "(Un)Credible Citizen: Citizenship Dispossession, Documents and the Politics of the Rule of Law." Journal of Ethnic and Migration Studies (2024): 4867–4890.
Bhat, M. Mohsin Alam. "'The Irregular' and the Unmaking of Minority Citizenship: The Rules of Law in Majoritarian India." Social & Legal Studies 33, no. 5 (2024): 696.
Bhatia, Monish. "State Violence in India: From Border Killings to the National Register of Citizens and the Citizenship Amendment Act." In Stealing Time, edited by Monish Bhatia and Victoria Canning, 171-196. Palgrave Macmillan, 2021.
Chakrabarty, Anindita. "Structural Intersections, Hierarchical Citizenship and Criminalization of the Migrant in Assam." Critical Criminology 32 (2024): 340.
Chatterji, Angana P., et al. Breaking Worlds: Religion, Law and Citizenship in Majoritarian India; The Story of Assam. Center for Race and Gender, University of California Berkeley, 2021.
Dutta, Urmitapa, Abdul Kalam Azad, and Najifa Tanjeem. "Examining Citizenship Regimes in Assam through a Structural and Cultural Violence Lens." American Journal of Community Psychology 73 (2024): 294-308.
Essa, Azad. Hostile Homelands: The New Alliance between India and Israel. Pluto Books, 2023.
Jayal, Niraja Gopal. "Reinventing the Republic: Faith and Citizenship in India." Studies in Indian Politics 10, no. 1 (2022): 14.
Kimura, Makiko. The Nellie Massacre of 1983: Agency of Rioters. SAGE Publications India, 2013.
Leidig, Eviane. "Hindutva as a Variant of Right-Wing Extremism." Patterns of Prejudice (2020): 215.
Pathan, Shofiul Alom, and Munmun Jha. "Miya Muslims of Assam: Identi-

ty, Visuality and the Construction of 'Doubtful Citizens'." Journal of Muslim Minority Affairs 42 (2022): 151.
Punathil, Salah. "Precarious Citizenship: Detection, Detention and 'Deportability' in India." Citizenship Studies 26 (2022): 56.
Roy, Anupama. Citizenship Regimes, Law, and Belonging: The CAA and the NRC. Oxford University Press, 2022.
Samaddar, Ranabir. The Marginal Nation: Transborder Migration from Bangladesh to West Bengal.
Shahid, Rudabeh, and Joe Turner. "Deprivation of Citizenship as Colonial Violence: Deracination and Dispossession in Assam." International Political Sociology 16, no. 2 (2022): olac009.
Sharma, Nandita. "Home Rule: National Sovereignty and the Separation of Natives and Migrants." Social Forces 99 (2020): 49–194.
Siddique, Nazimuddin, and Sujata Ramachandran. "The Punitive Gap: NRC, Due Process and Denationalisation Politics in India's Assam." Comparative Migration Studies 12 (2024): 3.
Tiwari, Anubhav Dutt, and Prashant Singh. "Experiencing the Violence of Law: Contextualising the NRC Process in Assam." Jindal Global Law Review 12 (2021): 29.

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন

"ভারতীয় রাজ্য নির্বাচনের আগে মুসলমানদের বাংলাদেশে উচ্ছেদ এবং বহিষ্কার," রয়টার্স, ২৫ জুলাই, ২০২৫।
"আমরা যদি বাংলাদেশি হতাম, তাহলে আমাদের উচ্ছেদ করা হত," বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম, জুলাই ২০২৫।
"পুনে সংবাদ," দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৭ জুলাই, ২০২৫।
"'আমরা কাজের জন্য এসেছি, এখন বাইরে বের হতে ভয় পাচ্ছি': ব্র্যান্ডেড 'বাংলাদেশী', বাঙালি অভিবাসীদের আটক, 'হামলা', 'চাঁদাবাজি' গুরুগ্রামে," TwoCircles.net, জুলাই ২০২৫।
"হরিয়ানা: বাঙালি বংশোদ্ভূত মুসলিম অভিবাসীদের ওপর পুলিশি হয়রানি," IndiaTomorrow, জুলাই ২০২৫।
"হরিয়ানা পুলিশ অসমের বাংলাভাষী ব্যক্তিদের গুরুগ্রামে আটক করেছে, বাসিন্দাদের দাবি," দ্য হিন্দু, ১৬ জুলাই, ২০২৫।
"আহমেদাবাদে, হাজার হাজার 'বাংলাদেশি অবৈধ অভিবাসী' হিসেবে চিহ্নিত, আটক; কর্মীরা অভিযানকে অবৈধ বলে অভিহিত করেছেন," দ্য ওয়্যার, জুলাই ২০২৫।
"বাংলাদেশ পুলিশ রাজ্যজুড়ে আটক ৭৫০ জন অভিবাসী শ্রমিকের সত্যতা যাচাই

করেছে," টাইমস অফ ইন্ডিয়া (কলকাতা সংস্করণ), জুলাই ২০২৫।
Hazarika, Abhimanyu. "Supreme Court Restores Muslim Man's Citizenship after 12 Years, Says State Can't Randomly Suspect People." Bar and Bench, 12 July 2024.
Roy Chowdhury, Samik, and Gorky Chakraborty. "SC Verdict on Foreign Tribunals in Rahim Ali Case Is Welcome, But Not Enough." The Wire, 25 July 2024.
Siddique, Nazimuddin. "Whither Assam Muslims? The Story of Group's Exclusion from Political, Public Spheres." The Wire, 25 January 2024.

ধ্রুপদী গ্রন্থ

Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism. 1951. Harcourt, 1973.
Foucault, Michel. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. Vintage Books, 2001.

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: সন্দেশখালির তালিকার নমুনা

২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রের ২২ নং বুথে প্রকাশিত তালিকার একটি নমুনা:

ক্রমিক নং	অংশ নং	ইপিআইসি নং	নাম	আপত্তির ধরন
৬৫৬	১৩২	JHN2825974	গর চাপরাসি	নট ইন্ডিয়ান সিটিজেন
৬৫৭	১৩৮	NVY0757518	সাইমা (খাতুন) বিবি	নট ইন্ডিয়ান সিটিজেন
৬৫৮	১৩৯	NVY0012807	মিনারা বিবি মোল্যা	নট ইন্ডিয়ান সিটিজেন
৬৭৯	১৩৪০	JHN2826428	আশুরা বিবি কায়াল	নট ইন্ডিয়ান সিটিজেন
৬৮০	১৩৪২	JHN1281575	ছায়েদ আলী কায়াল	ডেথ

পরিশিষ্ট ২: ফর্ম-৭ পূরণের সন্দেহজনক প্যাটার্নের চিত্র

ফর্ম-৭-এ যার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো হয়েছে, তার বিবরণ কম্পিউটারে টাইপ করা এবং আপত্তিকারীর বিবরণ হাতে লেখা থাকার প্রমাণ।

পরিশিষ্ট ৩: হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বিএলও-দের সাথে যুগ্ম বিডিও-র তালিকা শেয়ার করার আলোকচিত্র

পরিশিষ্ট ৪: নাজাত থানায় দায়ের করা এফআইআর-এর আবেদনের নমুনার ছবি

২৫.০১.২০২৬ তারিখে সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রের ২২ নং বুথে “Objection for Proposed Inclusion i.c.w. SIR 2026” শিরোনামে প্রকাশিত তালিকা- বিশেষ সম্প্রদায়কে টার্গেট করে গণহারে “Not Indian Citizen” ও “Death” উল্লেখ করা হয়েছে।

Objection for Proposed Inclusion i.c.w. SIR 2026					
SL. No.	Part No	Sl. No. in Part	EPIC No	Name of Elector	Objection type
656	13	2	JHN2825974	AJGAR CHAPRASI	Not Indian Citizen
657	13	8	NVY0757518	Saima (Khatun) Bibi	Not Indian Citizen
658	13	9	NVY0012807	Minara Bibi Molya	Not Indian Citizen
659	13	10	NVY1131119	ANJURA CHAPRASI	Not Indian Citizen
660	13	13	JHN0079632	Mariyam Bibi	Not Indian Citizen
661	13	14	JHN2825909	Bahar Jan Bibi	Not Indian Citizen
662	13	16	NVY0220558	Rupban Beoya	Not Indian Citizen
663	13	17	JHN2825867	Chhakila Bibi	Not Indian Citizen
664	13	18	NVY0408096	Golam Molla	Not Indian Citizen
665	13	22	NVY1641810	Rokeya Bibi	Not Indian Citizen
666	13	24	JHN2653103	Salehar Bibi	Not Indian Citizen
667	13	26	NVY0895003	Farhana Bibi	Not Indian Citizen
668	13	27	NVY0895011	Taslima Bibi	Not Indian Citizen
669	13	28	NVY1622901	Alamgir Chaprasi	Not Indian Citizen
670	13	30	NVY1725738	SANJURA KHATUN	Not Indian Citizen
671	13	31	NVY1603893	SAHINA PARVIN	Not Indian Citizen
672	13	32	NVY1486042	MINHAJUL KAYAL	Not Indian Citizen
673	13	33	JHN2770030	Md Youshup Ali Kayal	Not Indian Citizen
674	13	34	JHN2770048	Rajab Ali Kayal	Not Indian Citizen
675	13	35	IDR1462316	Rokeya Bibi	Not Indian Citizen
676	13	36	JHN0084103	Rasid Kayal	Not Indian Citizen
677	13	37	NVY1039262	Salauddin Kayal	Not Indian Citizen
678	13	38	JHN0084095	Saida Bibi	Not Indian Citizen
679	13	40	JHN2826428	Asura Bibi Kayal	Not Indian Citizen
680	13	42	JHN1281575	Chhayedaaali Kayal	DEATH
681	13	43	JHN2825941	Asura Bibi Kayal	Not Indian Citizen
682	13	44	JHN2826220	Rahena Mollya	Not Indian Citizen
683	13	45	NVY0757419	Tajlima Bibi Sekh	Not Indian Citizen
684	13	52	NVY1457415	TUHINA KHATUN	Not Indian Citizen
685	13	53	NVY1503226	RUBINA BIBI KAYAL	Not Indian Citizen
686	13	54	NVY1498336	MANUHARA KHATUN GAZI	Not Indian Citizen
687	13	55	NVY1490093	RINARA BIBI GAZI	Not Indian Citizen
688	13	57	NVY1592591	SUFIYA KHATUN	Not Indian Citizen
689	13	58	NVY1617802	MAJAFFAR HOSHEN GAZI	Not Indian Citizen
690	13	59	NVY1557073	SAYMA BIBI	Not Indian Citizen

BLOদের **WhatsApp** গ্রুপে জয়েন্ট **BDO**-এর পক্ষ থেকে **"Objection for Proposed Inclusion i.c.w. SIR 2026"** শিরোনামে প্রকাশিত তালিকাটি শেয়ার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট **BLO**দের মোবাইল ফোন থেকে প্রাপ্ত ছবির মাধ্যমে বিষয়টি জানা যায়। এছাড়াও, উক্ত প্রকাশিত তালিকায় যাদের নাম রয়েছে, তাদের "ভারতীয় নাগরিক" হিসেবে সার্টিফিকেট দেওয়ার বিষয়ে একটি বয়ান **BLO**দের উদ্দেশ্যে এই গ্রুপে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে।

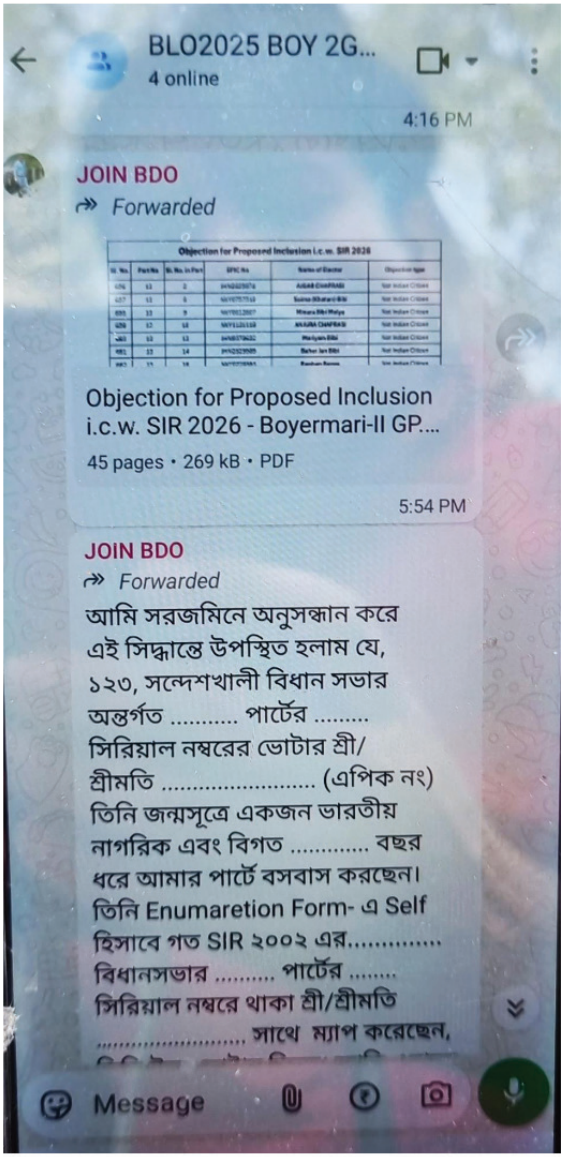

ভুয়া সরকারি তালিকা প্রকাশ, মিথ্যা “Not Indian Citizen” ও “DEATH” উল্লেখ, এবং সম্ভাব্য মিথ্যা Form-7 প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে ন্যাজাট থানায়, জেলা: উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ FIR দায়েরের আবেদন

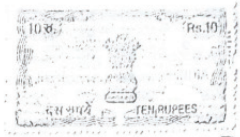

প্রাপক:
Officer-in-Charge
ন্যাজাট থানা, জেলা: উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

বিষয়: ভুয়া সরকারি তালিকা প্রকাশ, মিথ্যা "Not Indian Citizen" ও "DEATH" উল্লেখ, এবং সম্ভাব্য মিথ্যা Form-7 প্রক্রিয়া সংক্রান্ত FIR দায়েরের আবেদন

মহাশয়,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

ঘটনার বিবরণ

1. গত **২৫/০১/২০২৬** তারিখে ২২ নং বুথে "Objection for Proposed Inclusion i.c.w. SIR 2026" শিরোনামে একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। উক্ত তালিকায় মোট প্রায় **২২৫৩ জনের নাম** ছিল।
2. তালিকার গুরুতর অসঙ্গতি:
   - কোন সরকারি সিল বা কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ছিল না
   - বহু ব্যক্তিকে "Not Indian Citizen" ও "DEATH" বলা হয়েছে
   - আমার নামের পাশে "Not Indian Citizen" লেখা হয়েছে
3. এর ফলে—
   - আমার নাগরিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সামাজিক সম্মানহানি হয়েছে
   - ভোটাধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে

BLO/ERO/Micro Observer/SIR Cell/Election Commission of India **কর্তৃপক্ষের গুরুতর কর্তব্যে অবহেলা**

- প্রয়োজনীয় বাধ্যতামূলক নথি (যেমন মৃত্যু সনদ Death Certificate) ছাড়া ফরম-৭ আবেদন গ্রহন করা
- Field Verification না করেই "Not Indian Citizen" ও "DEATH" মার্ক করা
- Mass Form-7 বা data-based tagging হয়েছে
- রাজনৈতিক/প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে টার্গেটেড ভোটার লিস্ট ম্যানিপুলেশন করার প্রচেষ্টা

সন্দেহভাজন / অভিযুক্ত

1. উক্ত তালিকা প্রস্তুতকারী ব্যক্তি
2. সম্ভাব্য মিথ্যা Form-7 আবেদনকারী (যদি থাকে)
3. তালিকা প্রকাশে জড়িত অন্য যে কোনও ব্যক্তি

প্রযোজ্য আইনসমূহ

ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC)
IPC 182 – সরকারি কর্মচারীকে মিথ্যা তথ্য প্রদান, IPC 211 – মিথ্যা অভিযোগ করে ক্ষতি করা, IPC 499 / 500 – মানহানি,
IPC 166 – সরকারি কর্মচারীর ক্ষমতার অপব্যবহার, IPC 120B – ষড়যন্ত্র (যদি একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকে)
Representation of the People Act, 1950

- Section 31 – নির্বাচন সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান
- Section 32 – মিথ্যা ঘোষণা

Article 326 (ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ)

আবেদন: অতএব, অনুগ্রহ করে—

✓ বিষয়টি তদন্ত করে FIR রেজিস্টার করা হোক
✓ দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক

সংযুক্তি :

1. তালিকার ছবি / কপি
2. EPIC কপি

তারিখ: 06/02/2026

অভিযোগকারীর বিবরণ

স্বাক্ষর
নাম:
পিতা:
ঠিকা
পোস্ট
জেলা
EPIC
মোবা

Received content not verified
06.02.26
Nazat Police Station
Basirhat Police District
North 24 Parganas

ERO জারি করা "Not Indian Citizen" আপত্তির Hearing Notice-এ অফিসিয়াল সিল বা স্বাক্ষর নেই এবং আমিত দে সারকারের ঠিকানা শুধুমাত্র "70/2, West Bengal" উল্লেখ করা হয়েছে, যা একটি অসম্পূর্ণ ঠিকানা। নোটিশ আগের তারিখে প্রস্তুত করা হলেও শুনানির মাত্র একদিন আগে প্রদান করা হচ্ছে। আমিত দে সারকার ৫২টি Form-7 আপত্তি আবেদন জমা করেছেন।

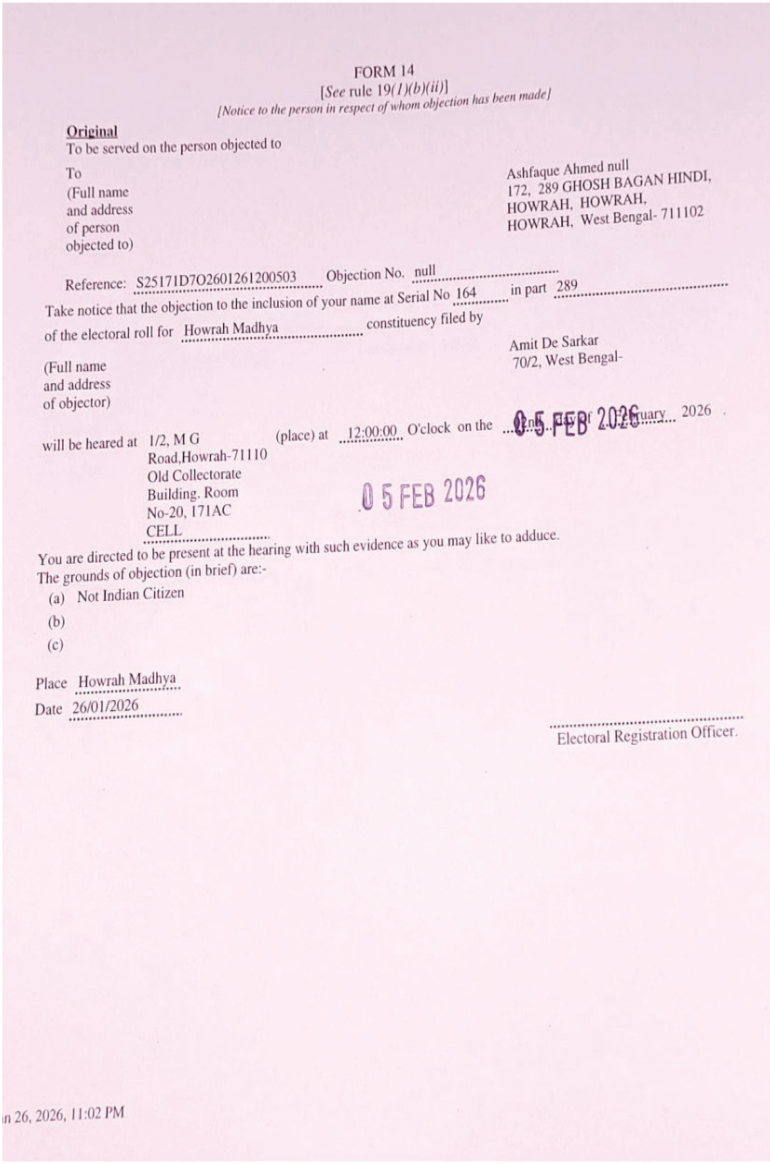

FORM 14
[*See* rule 19*(1)(b)(ii)*]
[Notice to the person in respect of whom objection has been made]

Original
To be served on the person objected to

To
(Full name and address of person objected to)

Ashfaque Ahmed null
172, 289 GHOSH BAGAN HINDI,
HOWRAH, HOWRAH,
HOWRAH, West Bengal- 711102

Reference: S25171D7O2601261200503 Objection No. null

Take notice that the objection to the inclusion of your name at Serial No 164 in part 289 of the electoral roll for Howrah Madhya constituency filed by

(Full name and address of objector)

Amit De Sarkar
70/2, West Bengal-

will be heared at 1/2, M G Road,Howrah-71110 Old Collectorate Building. Room No-20, 171AC CELL (place) at 12:00:00 O'clock on the 05 FEB 2026 February 2026 .

05 FEB 2026

You are directed to be present at the hearing with such evidence as you may like to adduce.
The grounds of objection (in brief) are:-
(a) Not Indian Citizen
(b)
(c)

Place Howrah Madhya
Date 26/01/2026

Electoral Registration Officer.

n 26, 2026, 11:02 PM

SIR প্রক্রিয়ায় জ্যোতির্ময় হালদার ৬২টি Form-7 আপত্তি আবেদন জমা করেছেন। ERO দ্বারা প্রেরিত নোটিশে জ্যোতির্ময় হালদারের ঠিকানা শুধুমাত্র "56/2, West Bengal" উল্লেখ করা হয়েছে, যা একটি অসম্পূর্ণ ঠিকানা।

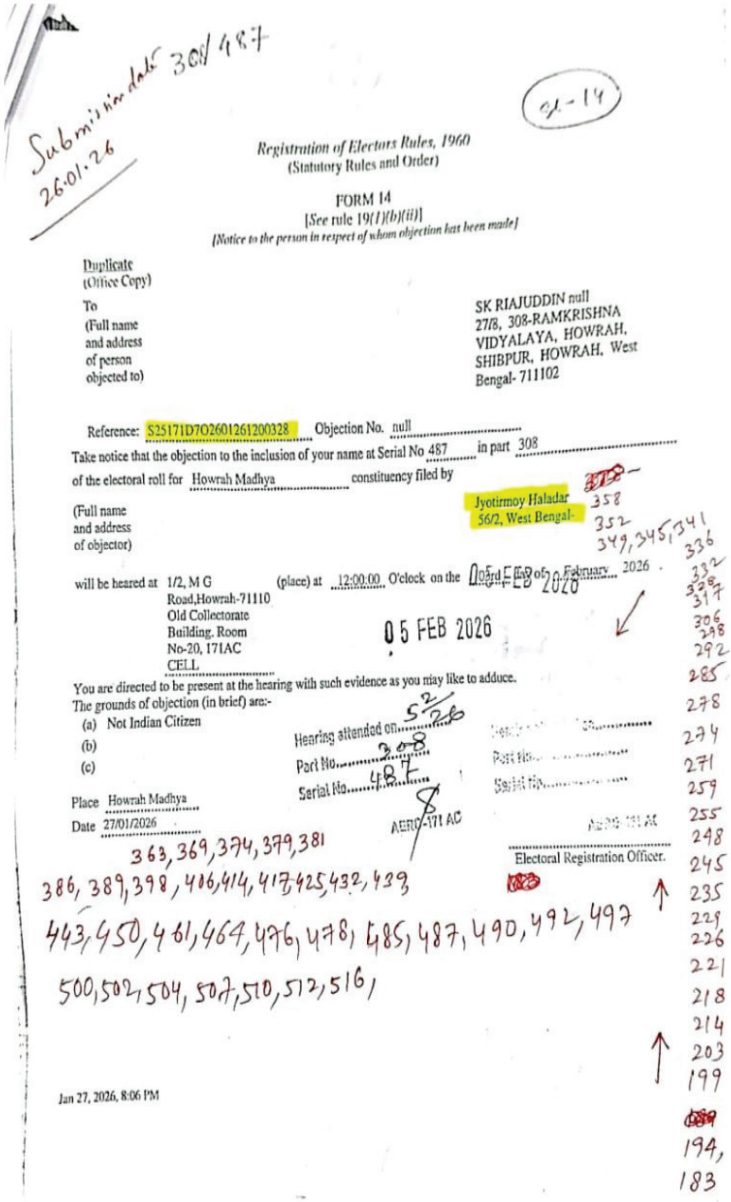

Submission date 308/487
26.01.26

Registration of Electors Rules, 1960
(Statutory Rules and Order)

FORM 14
[See rule 19(1)(b)(ii)]
[Notice to the person in respect of whom objection has been made]

Duplicate
(Office Copy)

To
(Full name and address of person objected to)

SK RIAJUDDIN null
27/3, 308-RAMKRISHNA VIDYALAYA, HOWRAH, SHIBPUR, HOWRAH, West Bengal- 711102

Reference: S25171D7O2601261200328 Objection No. null

Take notice that the objection to the inclusion of your name at Serial No 487 in part 308 of the electoral roll for Howrah Madhya constituency filed by

(Full name and address of objector)

Jyotirmoy Haladar
56/2, West Bengal-

will be heared at 1/2, M G Road,Howrah-71110 Old Collectorate Building. Room No-20, 171AC CELL (place) at 12:00:00 O'clock on the 03rd day of February 2026.

05 FEB 2026

You are directed to be present at the hearing with such evidence as you may like to adduce.

The grounds of objection (in brief) are:-

(a) Not Indian Citizen
(b)
(c)

Hearing attended on 5/2/26
Part No 308
Serial No 487

Place Howrah Madhya
Date 27/01/2026

AERO-171 AC

Electoral Registration Officer.

363, 369, 374, 379, 381
386, 389, 398, 406, 414, 417, 425, 432, 439
443, 450, 461, 464, 476, 478, 485, 487, 490, 492, 497
500, 502, 504, 507, 510, 512, 516,

358
352
349, 345, 341
336
332
328
317
306
298
292
285
278
274
271
259
255
248
245
235
229
226
221
218
214
203
199
194,
183

Jan 27, 2026, 8:06 PM

SIR প্রক্রিয়ায় হরে রাম সাও ৭০টি Form-7 আপত্তি আবেদন জমা করেছেন।

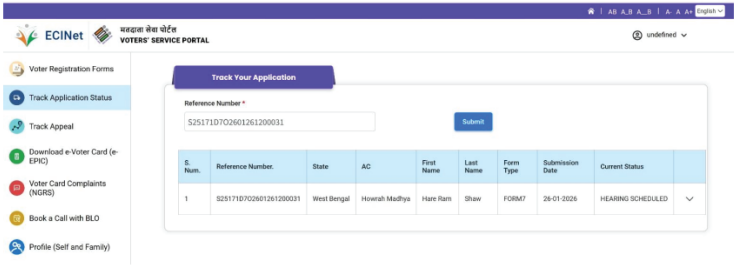

Fact-Finding Report
Prepared by APCR West Bengal

This report has been prepared by the **APCR West Bengal Ground Research Team**, headed by **Syed Imtiage Ali, Joint Secretary, APCR West Bengal**.

Research Team Members and Contributors:

1. Syed Imtiage Ali
2. Sujauddin Ahmed
3. Faiyaz Ahamed
4. Adv. Rafikul Islam
5. Saiyad Al Mamun
6. Imran Hossain

The team conducted field-level investigation, data verification, and documentation as part of the fact-finding process.

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি। যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর, সেই জ্ঞান আমাদের আরাধ্য; আমরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনই জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজেই তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর-হকার-চাষীর এ এক অনন্ত সামাজিক শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় নিয়ে প্রতিমাসে কখনও একটা, কখনও একের বেশি পুথি প্রকাশ করে এই সময়কে বোঝার তাগিদে।

জ্ঞানগঞ্জ তত্ত্ব

১। টডের তরবারি - ভদ্রবিত্তের ইসলামোফোবিয়া
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। *আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে*
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। প্রাক-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য
১৯। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার
২০। গঙ্গার ভাঙন গঙ্গার চর
২১। নাস্তিকের কুম্ভ জিজ্ঞাসা
২২। রংপুর ধিং - জাগো বাহে কোনঠে সবায়
২৩। ছাত্রশাসনতন্ত্র
২৪। ভদ্রবিত্তের আওরঙ্গজেবফোবিয়া ও মারাঠি হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনের খোঁজে
২৫। ওয়াকফ আন্দোলন থেকে মুর্শিদাবাদ হিংসা: ফ্যাসিবাদী ইসলামোফোবিয়ার দুষ্টচক্র
২৬। কর্পোরেট আর বড়লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপাও
২৭। নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র
২৮। দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত
২৯। দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব
৩০। দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে - উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা
৩১। বাঙলার হাট: একটি সাম্যবাদী পরম্পরা
৩২। 'কথামৃত' আনকাট এবং... 'কি করিতে হইবে (না) - আদিদেবের সঙ্গে আলাপচারিতা
৩৩। বনজঙ্গল গাছপালা
৩৪। আর নয় অঙ্গার - আদানির কয়লা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক প্রস্তাবনা
৩৫। হিমাংশু কুমারের সঙ্গে কথোপকথন
৩৬। অনন্ত ঋণের বাখান - দক্ষিণ এশিয়ায় আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্কের শোষণ কথা
৩৭। SIR বিহারে ও বাংলায়
৩৮। গ্রাম্যতাই বিশ্ব বাঁচানোর একমাত্র রাস্তা
৩৯। Rurality is the only way to save the world
৪০। রণজিৎ গুহ-র 'দয়া' ও একটি পাঠপ্রচেষ্টার বিকল্প বয়ান
৪১। উপনিবেশপূর্ব কারিগরি উৎপাদন ব্যবস্থায় চৈতন্যদেবের ভূমিকা
৪২। রাষ্ট্রীয় ইসলামোফোবিয়া: অসম থেকে বাংলা

জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা